17

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 JAN 1996
পৃঃ ১ কলাম ৩

সামনে ভর্তি পরীক্ষা ॥ অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ নগরীর স্কুলসমূহে ভর্তির প্রতিযোগিতা শুরু হইয়াছে। সন্তানকে একটি ভালো স্কুলে ভর্তি করার আশায় অভিভাবকরা ঘুরিতেছেন এই স্কুল হইতে ঐ স্কুলে। একটি স্কুলের উপর যেন কাহারও ভরসা নাই। যদি সুযোগ না পায় এই আশঙ্কায় অনেকে একাধিক স্কুল হইতে আবেদনপত্র সংগ্রহ করিতেছেন। প্রতি বছরের ন্যায় এইবারও নগরীর ২৪টি সরকারী স্কুলের জন্য ভর্তি পরীক্ষার তারিখ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১১, ১৩ ও ১৪ই জানুয়ারী ৩ দিনে ২৪টি সরকারী স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। নির্ধারিত আবেদনপত্রের মূল্য রাখা হইয়াছে ৩০ টাকা। ১১ জানুয়ারী মোহাম্মদপুর সরকারী হাইস্কুল, খিলগাঁও সরকারী হাইস্কুল, আরমানীটোলা সরকারী হাইস্কুল, সরকারী বিজ্ঞান কলেজ এন্ড স্কুল, মিরপুর সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, শেরে বাংলা নগর গভঃ বয়েজ হাইস্কুল, তেজগাঁও সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, ১৩ই জানুয়ারী তেজগাঁও সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, গভঃ ল্যাবরেটরী হাইস্কুল, ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ হাইস্কুল, কামরুন্নেসা গভঃ বালিকা বিদ্যালয়, টিকাটুলী, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, মতিঝিল গভঃ বয়েজ এন্ড গার্লস স্কুল, ১৪ই জানুয়ারী গণভবন উচ্চ বিদ্যালয়, ইসলামিয়া হাইস্কুল, ঢাকা মুসলিম হাইস্কুল, বাংলাবাজার গার্লস হাইস্কুল, নিউ গভঃ হাইস্কুল, নারিন্দা হাইস্কুল ও নবাবপুর হাইস্কুল (২য় পৃঃ দ্রঃ)।

ভর্তি পরীক্ষা

(১ম পৃঃ পর)

ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইবে। পরীক্ষার ৩ দিনের ব্যবধানে প্রতিটি স্কুলকে ফলাফল প্রকাশ করার পরামর্শ দিয়াছে শিক্ষা অধিদপ্তর।

গতকাল কয়েকটি স্কুল পরিদর্শন করিয়া দেখা যায়, গত বছরের চাহিতে এইবার ভর্তির চাপ বেশী। ১০/১২টি স্কুলের দিকেই সবার নজর। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র জানায়, ভর্তির চাপ কমানোর লক্ষ্যে অগ্রসর স্কুলগুলির শাখা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যে অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়, ভিকারুননিসা নুন, আইডিয়াল হাইস্কুল, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শাখা খোলার পর ব্যাপক সাড়া পাওয়া গিয়াছে। শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক বলেন, আমরা একটি ভাল স্কুলের সহিত ৫টি অনগ্রসর স্কুলকে জুড়িয়া দেওয়ার কথা ভাবিতেছি। ভাল অর্থাৎ অগ্রসর স্কুলটির প্রধান শিক্ষক অপর ৫টি স্কুলেরও দেখাশুনা করিবেন। ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার অগ্রগতির জন্য পরামর্শ দিবেন। প্রয়োজনবোধে অগ্রসর স্কুলের শিক্ষক অনগ্রসর স্কুলে ক্লাস নিবেন। নগরীতে বর্তমানে ২৪টি সরকারী এবং ৩১টি বেসরকারী স্কুল রহিয়াছে। অথচ প্রতিবছরই ভর্তির চাপ দেখা দেয় গুটিকয়েক স্কুলে। একটি সূত্রের মতে, সকল স্কুলে পড়াশুনার মানের অগ্রগতি হইলে ভর্তির চাপ কমিয়া যাইত।